প্রথম আলো

তারিখ 04 OCT 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

দুর্যোগের ফলে ৪৭ শতাংশ শ্রেণিকক্ষ অনুপযোগী হয়

ব্যানবেইস-ইউনেসকোর সমীক্ষা

মোশতাক আহমেদ ●

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ফলে দুর্যোগপূর্ণ এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ৪৭ শতাংশ শ্রেণিকক্ষ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। একই কারণে সৃষ্ট আরও কিছু সমস্যায় ওই সব এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠদান ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এবং জাতিসংঘের বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক সংস্থা ইউনেসকোর করা এক সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। ১২ ধরনের দুর্যোগ বিবেচনায় নিয়ে দেশের ১৮টি উপজেলার ১ হাজার ৮০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসা) ওপর গত বছর সমীক্ষাটি করা হয়। আজ মঙ্গলবার ব্যানবেইসে এক অনুষ্ঠানে সমীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে।

ব্যানবেইসের পরিচালক মো. ফসিউল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে শিক্ষা খাতে এ ধরনের সমীক্ষা এটিই প্রথম। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কী ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষা প্রশাসনের সক্ষমতা কতটুকু, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সচেতনতা এবং দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্যভান্ডার করতে সমীক্ষাটি করা হয়। এখন এর ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

যে ১৮টি উপজেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়েছে সেগুলো হলো উপকূলীয় এলাকা ভোলার চরফ্যাশন, কক্সবাজারের মহেশখালী ও সাতক্ষীরার শ্যামনগর; নদীভাঙন এলাকা সিরাজগঞ্জের চৌহালী, নদী-তীরবর্তী জামালপুরের মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ, প্লাবনভূমি এলাকা যশোরের কেশবপুর ও সাতক্ষীরার তালা, হাওর এলাকা কিশোরগঞ্জের মিঠামইন, বরেন্দ্র এলাকা (খরাপ্রবণতা) চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল, পাহাড়ি এলাকা খাগড়াছড়ির মাটিরাঙা ও কক্সবাজারের পেকুয়া, চর এলাকা কুড়িগ্রামের রাজীবপুর, উপকূলীয় চরাঞ্চল বা দ্বীপ এলাকা নোয়াখালীর হাতিয়া এবং নগর এলাকা রাজধানীর তেজগাঁও ও পল্লবী।

সমীক্ষা বলছে, উপকূলের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম এবং সম্পদের ক্ষতি হয়। এ কারণে বেশ কিছুদিন এগুলোতে পাঠদান ব্যাহত হয়। দুর্যোগের ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়ার রাস্তার ৮০ শতাংশ নষ্ট হওয়ায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।

সমীক্ষা বলছে, ৪০ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থান নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দুই কিলোমিটার দূরে। ৫০ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম (ফার্স্ট এইড বক্স) নেই। ৭০ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নেই। ২৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নেই।

দুর্যোগজনিত সৃষ্ট সমস্যায় শিক্ষার্থীরা ক্লাসে অনিয়মিত থাকে। আর শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতির প্রধান কারণ হলো অসুস্থতা।

এসব সমস্যা মোকাবিলার জন্য ওই সব এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কংক্রিটের ভবন না করে এলাকার উপযোগী করা, দুর্যোগ বিবেচনায় ক্লাসের সময়সূচি সমন্বয় করাসহ ২৫টি সুপারিশ করা হয়েছে সমীক্ষায়।